খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019

• Vol 05 • Issue 18 • 15 July 2017 • Price Rs. 2.00 •

সম্মানে শ্রদ্ধায় নবকলেবরে শিক্ষক কক্ষ

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন-এর সঙ্গে আমাদের মানে ছাত্রদের একটা আত্মিক সম্পর্ক। আমাদের স্মৃতিতে মননে বারংবার আবৃত হতে থাকে বিদ্যাঙ্গন। মনের মধ্যে অনুরণিত হতে থাকে সে সব ফেলে আসা দিনের শিক্ষক মহাশয়দের কথা। অবচেতনে যেন শুনতে পাই তাঁদের কণ্ঠস্বর। এ ছবি বিভিন্ন ছাত্রদের স্মৃতিতে পূর্ণ। তা সে ২০০০ সালে পাস করাই হোক বা ১৯৫০ কিম্বা ২০১৭। সকলের মনের অন্দরমহলেই একই চিত্রপট। মাস্টারমশাইরা আমাদের গড়েছেন, শিখিয়েছেন, হাত ধরে এগিয়ে দিয়েছেন জীবনের পথে। সকাল না হলেও কিছু স্যার তো অসাধ্যসাধন করেছেনই। ছাত্রের কাছে শিক্ষক কখনও হয়ত বা ফ্রেন্ড, ফিলোসফার গাইডের ভূমিকা নিয়েছেন। কারো কাছে বা দেবতুল্য।

স্কুলের 'টিচার্স রুম' সেই মন্দিরের সমার্থক। স্কুলে পূর্বতন কমার্স ব্লকের অর্থাৎ H.S. ব্লকের দোতলায় একটি নতুন বেশ বড়ো টিচার্স রুম তৈরি হয়েছে। উদ্দেশ্য সব শিক্ষকশিক্ষিকা একই ঘরে বসতে পারেন, আর তাতেই ঘটবে ভাবের আদান প্রদান, উপকৃত হবে ছাত্ররা। সেই আলো সহ শিক্ষককক্ষের প্লাস্টার অফ প্যারিসের ফলস সিলিং তৈরি করে আমাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাইদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে প্রকৃতপক্ষে 'স্যার' এই প্রতীককে সম্মানিত করা।

এই প্রকল্পটিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়েছে, কক্ষটিকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে। এই অর্থ সবটাই প্রাক্তনীদের অনুদান থেকে সংগৃহীত। তাদের ধন্যবাদ।

স্বপ্নের সবুজ মাঠ আমাদের স্কুলেও

স্কুলের মাঠ জুড়ে এখন এক কর্মকাণ্ড চলছে, মাটির পাহাড়, ইঁটের রাস্তা... ধূলি-ধূসরিত মাঠে চলছে ঘাস বোনার কাজ, এখন মাটি তৈরির পর্ব, লরি লরি মাটি আসছে, আর তা মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে। তৈরি হচ্ছে জলনিকাশী নালাও। মেন বিল্ডিং-এর পিছনে টাইলস বসানো রাস্তা...। প্রাক্তনীদের বহুদিনের চাহিদার সার্থক রূপ পেতে চলেছে জগদ্বন্ধু স্কুলের মাঠ।

স্কুল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহযোগিতায় এ কাজ সার্থকতা পেতে চলেছে।

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক পার্থ রায় মাঠে থেকে কাজটি তত্ত্বাবধান করছেন। প্রণবেশ সান্যাল সময়ে সময়ে এসে দেখে যাচ্ছেন।

মাঠের ধার ঘেঁসে বসানো হবে নানান গাছ, মরুবিজয়ের প্রকৃতপক্ষে কেতন ওড়াতে প্রাক্তনীরা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক সাযুজ্য রেখে সার্থকতার পথে চলেছে।

একদিন চলে আসুন, এই কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে থাকাটাও পুণ্যের, এক অদ্ভুদ ভালোলাগায় ভরে উঠবে অন্তরাত্মা।

এই সংখ্যাটি শ্রী শান্তনু চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৩ -এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

বর্ষা কাল চলছে। আষাঢ় শেষে হয়ে শ্রাবণ মাসের দোরগোড়ায় আমরা পৌঁছে গেছি। বর্ষা কবিগুরুর অত্যন্ত প্রিয় ঋতু, বর্ষাকে নিয়ে তাঁর গানের সম্ভার আমাদের মন ভরিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের এই নদীমাতৃক দেশে অতিবর্ষণে নদীগুলি কখনো কখনো উন্মাদিনী হয়ে ঘর-গেরস্থালি, মানুষজন, মূল্যবান সম্পদ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে শোকের কারণ হয়ে ওঠে।

তবু বাংলা তো কৃষিভিত্তিক রাজ্য, তাই চাষের কাজে সঠিক বর্ষণেরও প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে।

ঋতুচক্রের আবর্তনে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু সঠিকভাবে আসে না তার কারণ বৃক্ষহীনতা, সবুজের অভাবে সারা পৃথিবী আজ দুর্দশাগ্রস্ত।

আমাদের বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ফেলার কাজ চলতে দেখেছি। এর ওপর ঘাসের বীজ ফেলা হবে, বর্ষার জলের স্পর্শ পেয়ে সারা মাঠ সবুজ হয়ে উঠবে এই আশাই করছি। বৃক্ষরোপণেরও এটাই সঠিক সময়।

কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সময়ও সমাগত। প্রাক্তনীদের সঙ্গে আত্মজসম ছাত্রদের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটা আত্মিক সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। তারা যদি বিদ্যালয়ের অন্যান্য উন্নয়নের স্বার্থেও এগিয়ে আসেন তবে বিদ্যালয়ের জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব হবে।

facebook -এ status- দেওয়া বা
twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী ?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন ঃ ৮৯৮১৭৫২১০০

সুদক্ষ হকি খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক তপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী

স্বপন রায়চৌধুরী, ১৯৫৩

জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের ক্রীড়া ইতিহাসে এবারে যার কথা লিখবো, তিনি আমাদের জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি তপেন্দ্রনারায় রায়চৌধুরী। একদিকে ছিলেন সুদক্ষ হকি খেলোয়াড় আর অপরদিকে একজন ক্রীড়া সংগঠক। আমরই সঙ্গে তপেন ১৯৫৩ সালে বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইনাল পাস করেছিল।

এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে তপেন ইন্টালী একাডেমীর ছাত্র ছিল। তপেনের ছোট ভাই বাবুল রায়চৌধুরীও খ্যাতনামা ফুটবল ও হকি খেলোয়াড়। বাবুলকে নিয়ে আমি পরে আলোচনা করবো। তপেন যাদের কাছে পড়েছে সেই প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং দেবেনবাবু, কিশোরীবাবু, হরিসাধনবাবু, নারায়ণবাবু সকলেই নমস্য ব্যক্তিত্ব।

তখন গেমটিচার ছিলেন দিলীপ রায়। এই সময়ে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে হকি টিম তৈরী হয়নি। পরবর্তী সময়ে যখন সুহাস দত্ত গেমটিচার হলেন তখন জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের হকি টিম তৈরী হল।

তপেনের প্রথম হকি ক্লাব সিটি এ্যাথলেটিক ক্লাব 'ল' কলেজে পাঠরত অবস্থায় কলেজের হকি কলেজের অধিনায়কত্ব করে পরপর তিন বছর ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০।

কটক, বেনারস, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৫৮, ১৯৫৯ সালে কলকাতার এরিয়ান্স ক্লাবে হকি খেলে। ১৯৬০, ১৯৬১ মোহনবাগানে। তখন মোহনবাগানের হকি সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা জহর গাঙ্গুলি।

পরবর্তী পর্বে ক্রীড়া প্রশাসক রূপে তাঁর আবির্ভাব।

এরিয়ান্স ক্লাবের কাউন্সিল মেম্বার ছাড়াও বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের কাউন্সিল মেম্বার ছিল। তখন সন্তোষ গাঙ্গুলি হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। তপেন বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদকও হয়েছিল। ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান হকি ফেডারেশনের কাউন্সিল সদস্য। ভারতীয় হকি টিমের ম্যানেজার হিসেবে ১৯৭১ সালে সিঙ্গাপুরে যায়। তখন হকি টিমের অধিনায়ক ছিলেন অজিত পাল সিং।

তখন কলকাতার মাঠে ভারত বিখ্যাত হকি খেলোয়াড়দের সমাবেশ ছিল। যেমন ওয়াহেদুল্লা, ডেভিড, বলবীর, মহাজন, আর এম ভোলা, পিয়ারিং সিং, গুরুং আর শা প্রমুখ।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং, বি এন আর, ইস্টার্ন রেল, কাস্টমস্, পোর্ট কমিশনার্স সব ছিল দুর্দান্ত হকি টিম। তপেন ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পর পর দুবছর গভর্নিং বডির সদস্য ছিল। কলকাতা ভেটারেন্স ক্লাবে ৬ বছরের সম্পাদক।

সাউথ ক্যালকাটা স্পোর্টস ফেডানেরশনের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার সেবা হকি খেলোয়াড়দের দিয়ে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে হকি খেলার আয়োজন করেছিল। অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

কলকাতার একজন লব্ধ প্রসিদ্ধ আইনজীবী। সে শুধু আমার সহপাঠী নয়, খেলার মাঠে, বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনে, দক্ষিণ কলকাতা স্পোর্টস ফেডারেশনেও সে আমার সব সময়ের সাথী।

তাঁর কাছে আমার একটা আক্ষেপ যে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে স্কুলের এতগুলি কৃতী খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও কেন কোনো ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা হল না।

পরিশেষে বলি তপন তুমি সুস্থ শরীরে ভালো থেকো।

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.